



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 788 - 793

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অদ্বৈততত্ত্বের আধারে অর্ধনারীশ্বর বা তৃতীয় লিঙ্গ - একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ড. শিখা সরকার সিকদার

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

গলসী মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

Email ID : sikha.sarkar.sikdar2013@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Non-dualism,
Prakṛti, Puruṣa,
Śiva, Śakti, Third
Gender, Ignorance,
Equality.

Abstract

The existence of one and unique Supreme Being everywhere in the universe is the basic theory of Advaita Vedānta. This non-dualism can also be explained by Ardhanārīśvara theory. Everything in the entire universe is created, maintained and destroyed by Prakṛti and Puruṣa or Śiva and Śakti. So it can be said that, the creation, protection and destruction of the world is not possible by any man or Śiva alone, nor it is possible by any woman or Śakti alone; the world is run by the combined efforts of both. The crisis that the present society is facing regarding the Third Gender issue can be solved by awakening a clear concept of Ardhanārīśvara theory.

Discussion

‘অর্ধনারীশ্বর’ শব্দটি ‘অর্ধ’, ‘নারী’ এবং ‘ঈশ্বর’ - এই তিনটি শব্দের সংমিশ্রণ, যার অর্থ হল এমন এক ঈশ্বর যার অর্ধেক অংশে নারীসত্তা বিরাজমান। শাস্ত্রে শিবের যেসকল মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি অন্যতম মূর্তি হল অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। শিবের অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী-রূপটিই হল অর্ধনারীশ্বররূপ। অর্থাৎ ঈশ্বর একইসাথে জগৎপ্রপঞ্চের পিতা ও মাতা। বাস্তবিকভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই সৃষ্টি ও বেঁচে থাকার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই শিব ও শক্তি এক ও অভিন্ন এবং সকল জীবের একত্বের প্রতীক। শক্তি ছাড়া শিব হলেন জড় বা শবদেহ; কারণ শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি, রক্ষণ এবং ধ্বংস সাধিত হয়। অন্যদিকে শিব ছাড়াও শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই শিব ও শক্তি অর্থাৎ অর্ধ নারী এবং অর্ধ ঈশ্বর যখন এক হয়ে যায় তখন তা একটি সৃষ্টিশীল এবং গঠনমূলক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটির অর্থ পুরুষও নয়, নারীও নয় এমন অন্য কিছু। অর্থাৎ মিশ্র প্রকৃতির একটি চরিত্র। শাস্ত্রে তৃতীয়লিঙ্গ বোঝাতে নপুংসক শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। মন্তনভৈরবতন্ত্র অনুসারে নপুংসক বলতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ ঐশ্বরিক লিঙ্গকে বোঝায়, যার মধ্যে দেবী বাস করেন। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদে বলা হয়েছে -

“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে।।”

অর্থাৎ, এমন জীব, যে স্ত্রী নয়, পুরুষ নয় এবং নপুংসকও নয়। ঐ জীব যখন যে শরীরকে আশ্রয় করে, তখন সেইরূপে প্রকাশ পায়। জীব যখন শরীরবিশিষ্ট হয় তখন আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি কৃশ প্রভৃতির জ্ঞান জন্মায়। পুরাণেও দেখা যায় -

“একচিত্তস্ততো ভূত্বা ভূমে চেদ্ভিয়-নিগ্রহাত্।
মম যোগেষ্টসংন্যাসং যদীচ্ছত-পরমাং গতিম্।।
এবং কুবন্তি যে নিত্যং স্ত্রিয়ঃ পুংসো নপুংসকাঃ।
জ্ঞানে সত্যপ্যোগানাং মম কর্মসু কর্মিণাম্।।”^২

অর্থাৎ স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক - যেকোনো যখন পরমেশ্বরের চিত্তের সঙ্গে নিজের চিত্তকে এক করে তখন সে ব্রহ্মচারী, ক্রোধশূন্য, সত্যবাদী, জীতেন্দ্রিয় হয়ে পরমেশ্বরকে শ্রদ্ধাবশতঃ ধ্যান ও যোগে সর্বদা রত হয়ে মুক্তির ফল লাভ করে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মধ্যে কিছু ক্রটি এবং স্বতন্ত্রতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে যদি আমরা তর্কের নিরিখে ধরে নিই যে, নপুংসক হল একটি শারীরিক ক্রটি তবে একথা অবশ্যই বলতে হয় যে, লিঙ্গ শব্দটির অর্থ হল প্রতীক বা চিহ্ন। অধ্বন্যারীশ্বরের ধারণার দ্বারা দুটি বিপরীত বিষয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। এই বিপরীতধর্মী বিষয়ের মিলনের দ্বারাই জীবনের প্রকৃত ছন্দও তৈরি হতে পারে। কারণ শক্তিহীন শিব হল স্পন্দনশূন্য। সুতরাং শিব ও শক্তি হল ভেদশূন্য। উদাহরণস্বরূপ দাহ এবং পাক হল অগ্নির দাহিকাশক্তির ও পাচিকাশক্তির ফল। তবে দাহ করার ফল এবং পাক বা রান্না করার ফল পৃথক হওয়ায় মনে হতে পারে যে, উক্ত দুইপ্রকার শক্তির কল্পনা আমরা অগ্নিকে বাদ দিয়ে করতে পারি না। অতএব উভয় শক্তির মধ্যে কোনো ভেদ না থাকায় জগতপ্রপঞ্চের অনন্ত শক্তিগুলির মধ্যেও কোনো ভেদ কল্পনা করা যায় না। সর্বত্র অদ্বৈতসত্তারই জ্ঞান হবে।^৩ সুতরাং অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেরূপ দ্বৈতভাবশূন্য, সেরূপ শিব ও শক্তি হল দ্বৈতভাবশূন্য।

পরমেশ্বর বা পরম শিবের নিত্যরূপের নাম শিব। অন্যদিকে পার্বতী হল লীলারূপের নাম। এই শিব ও পার্বতী হলেন এক ও অভিন্ন। অতএব অধ্বন্যারীশ্বর হল বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের পরিচায়ক। আবার এই অধ্বন্যারীশ্বর হল সমন্বয় ও সম্প্রীতিরও প্রতীক। এই তত্ত্বের দ্বারা একাধারে বেদের পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীতত্ত্বের সঙ্গে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শিব-শক্তিতত্ত্বের; বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়াতত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের সমন্বয় সূত্রটিও পরিস্ফুটিত হয়। এই শিব-শক্তিতত্ত্বকে বা অধ্বন্যারীশ্বরতত্ত্বকে সাংখ্যদর্শনে ব্যাখ্যা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। সেক্ষেত্রে শক্তি বা নারী হল প্রকৃতি এবং শিব বা ঈশ্বর হলেন পুরুষ। সাংখ্যদর্শনানুসারে পুরুষ হলেন ত্রিগুণত্বহীন, সাক্ষী, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব, চেতনত্ব এবং অপ্রসবধর্মিত্ব বিশিষ্ট-

“তস্মাচ্চ বিপর্যাসাত্ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃত্বাবশচ।।”^৪

আলোচ্য কারিকায় পুরুষ সম্পর্কে মূলতঃ যা বলা হয়েছে, তা হল- পুরুষ সাক্ষীরূপ, অচেতন এবং অবিষয়। প্রথমত, বাদী এবং বিবাদীপক্ষ যে ব্যক্তিকে বিবাদের বিষয় জানান সেই ব্যক্তিই হলেন সাক্ষী। প্রকৃতি নিজের বিষয় পুরুষকে দেখায় বলে পুরুষ হলেন বিষয়ের সাক্ষী; কারণ পুরুষ চেতন। অন্যদিকে পুরুষ বাহ্যবিষয় না হওয়ায় তিনি বিষয়দ্রষ্টা। একই সাথে পুরুষ সুখ-দুঃখের অতীত হওয়ায় নিত্যমুক্ত এবং অপরিণামী হওয়ায় অকর্তা। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগের ফলে অচেতন মহাদাদি পদার্থসমূহের চেতনরূপে প্রতীতি হয়। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগের ফলে আমাদের নিকট পুরুষের কর্তারূপে ভ্রমজ্ঞান হয়^৫। এখানে একটি উদাহরণ দ্বারা বলা যেতে পারে যে, মানুষ যেমন মলিন দর্পণে প্রতিফলিত মুখের প্রতিবিম্বকে মলিনরূপে দেখে নিজের মুখমণ্ডলকেই মলিন বলে মনে করে, তেমনি পরমেশ্বরের জ্ঞান বা পরম শিবের জ্ঞান পূর্ণরূপে জাগরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জীবাত্মাকে কর্তা বা ভোক্তা বলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্ত ধারণাটি অনেকটা ঠিক রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো। এই ভ্রমজ্ঞানের মূল কারণকে অধ্যাস, অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যার জন্য সংসারদশা এবং জ্ঞানজন্য মোক্ষ লাভ -

“ইহ তাবৎসমস্তেষু শাস্ত্রেষু পরিণীয়তে।

অজ্ঞানং সংসৃতেহেতুজ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্।।”^৬

পরমেশ্বর বা পরম শিবের স্নাতন্ত্ররূপ বা চৈতন্যরূপ অজ্ঞানজন্য আচ্ছাদিত হওয়ায় আত্মাকে অনাত্মা এবং অনাত্মাকে আত্মা বলে ভ্রম হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অজ্ঞান হল অপূর্ণ জ্ঞান। অন্যদিকে শিবই জগতরূপে বা বস্তুরূপে প্রকাশমান - এই জ্ঞানই হল পূর্ণজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞান। অভিনবগুপ্ত এই অজ্ঞান বা অধ্যাসকে আবার ‘অধ্যবসায়’ শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। বেদান্তশাস্ত্রে অধ্যাস বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ অধ্যাসঃ’। অর্থাৎ স্মৃতিরূপ এবং পূর্বে দৃষ্ট বস্তুর অবভাসই হল অধ্যাস। অথবা কোনো বস্তুতে অন্য একটি বস্তুর ধর্মের আরোপই হল অধ্যাস। অধ্যাস জন্য ব্যবহারিক দশায় চিত্ত-রূপ জীবাত্মাকে বা শিবকে কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতি বলে মনে হয়। তবে প্রকৃতির ভোগশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি থাকলেও চৈতন্য নেই। যখন এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বহীন পুরুষ বা পরম শিব এবং চৈতন্যহীন প্রকৃতির সংযোগ সাধিত হয় তখনই জগতের উৎপত্তি হয়।

শিবের একমাত্র স্বভাবভূত ধর্ম হল অহংপ্রত্যবমর্শ -

“এক এবাস্য ধর্মোহসৌ সর্বাক্ষেপেণ বর্ততে।

তেন স্নাতন্ত্র্যশক্ত্যৈব যুক্ত ইত্যাজ্ঞসো বিধিঃ।।”^৭

শিবের এই অহংপ্রত্যবমর্শ বা স্নাতন্ত্র্যশক্তিই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিবের যে শক্তি সমবায়িনী শক্তি নামে পরিচিত সেটি জগত সৃষ্টির সময় ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিভেদে শক্তি তিনপ্রকার। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানশক্তির দ্বারা উৎপাদিত বস্তুসমূহের জাগতিক অভিব্যক্তি এবং বাহ্যরূপে বস্তুসমূহের পরিস্ফুরণ ক্রিয়াশক্তির দ্বারা হয়ে থাকে। তবে পৃথক পৃথক শক্তিরূপে অধ্যাস হলেও পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্না স্নাতন্ত্র্যশক্তিরূপে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি মূলতঃ এক ও অভিন্ন^৮। কালভেদবশতঃ ভেদ আরোপের দ্বারা যেকোনো অস্তিত্বযুক্ত পদার্থের স্বরূপকেই শক্তি বলে^৯। শাক্তকবি প্রকৃতিরূপী শক্তির মাহাত্ম্যবিষয়ে বলেছেন -

“সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'।

পক্ষে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লজ্জাও গিরি;

কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব-পদ কারে কর অধোগামী।।

যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;

তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারে সার তুমি।।”^{১০}

অন্যদিকে কবি রামপ্রসাদ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মাহাত্ম্যবিষয়ে বলেছেন-

“তোমার কে মা বুঝবে লীলে।

তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে।।

তুমি দিয়ে নিচ্ছে তুমি, বাছ রাখ না সাঁজ সকালে।

তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য মাপাও যেমন যার কপালে।।

তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে।

তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।।

তোমার জারিজুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে।

ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে।।”^{১১}

পুরুষার্থপ্রবর্তিনী প্রকৃতি এবং তদ্রূপী উদাসীন পুরুষকে একত্রে অর্ধনারীশ্বর বলা হয়। কারণ পুরুষার্থপ্রবর্তিনী প্রকৃতি হল শক্তি এবং প্রকৃতিকে ঈক্ষণকারী উদাসীন পুরুষ হলেন শিব।^{১২} শিবের ঈক্ষণজন্যই জগতপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশে

শক্তির ক্রিয়াশীলতা জন্মায়। উপনিষদেও পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মের ঈক্ষণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।^{১০} এই ঈক্ষণ শব্দের অর্থ হল জগত সৃষ্টির ইচ্ছা। তন্ত্রশাস্ত্রেও ঈক্ষণ শব্দের ইচ্ছা অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে -

তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।

করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্।^{১১}

অর্থাৎ, তুমি মহাযোগিনী যোগমায়া, অসীমের সঙ্গে সীমার সংযোগ সাধিকা পরাশক্তি এবং তুমিই পরম শিবের বা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই চরাচর জগতকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করছ। যামলতন্ত্রেও বলা হয়েছে -

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।

যদা সা পরমা শক্তিগুণাধিষ্ঠানমাচরেত্।।

প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ।।”

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজ ও তম-এই তিনটি হল গুণ। পরমা শক্তিই গুণাধিত অবস্থায় প্রকৃতি ও গুণরহিত অবস্থায় পুরুষ হয়। এই বিষয়ে প্রপঞ্চসারতন্ত্রে পদ্মপাদাচার্য্য বলেছেন -

“একৈব শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিনী বহির্মুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়াদিতত্ত্বরূপিনী।”^{১২}

অর্থাৎ একই শক্তির অন্তর্মুখ-পরিণাম থেকে বিদ্যা, সদাশিব ইত্যাদি তত্ত্বের প্রকাশ হয় এবং সীমাবদ্ধ বহির্মুখ পরিণাম থেকে মায়াদিতত্ত্বের স্ফূরণ হয়। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে যা কাম বা সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা দর্শনশাস্ত্রে তাই পুরুষ ও প্রকৃতি - এই দ্বিবিধ ধারায় ব্যাখ্যাত। একই সত্তা একরূপে শিব ও অন্যরূপে শক্তি। অনুরূপভাবে কাম কখনও জগতে পুরুষীয় আবেগ, আবার কখনও প্রকৃতিনিষ্ঠা উন্মাদনা। মাকড়সা যেভাবে নিজের শরীরনিঃসৃত রস থেকে জাল তৈরি করে ও সেই জালকে আশ্রয় করে বাস করে, তেমনি নিজের স্বরূপা শক্তিকে আশ্রয় করে পরমেশ্বর বা পরম শিবও এই জগতকে একাধারে সৃষ্টি করে ও ভোগ করে -

“যোগাচারী হেরে হেরে, সকলেতে যোগ করে,

শিবের বৈভব হরে লয়ে গেছে স্থানে স্থানে,

ঐ দেখ শশী গগনমণ্ডলে, সরধুনী ধরাতলে,

ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।”^{১৩}

অর্থাৎ, শিবের ত্রিগুণাত্মিকশক্তি মহত্ত্বাদিরূপে বা জীবজগতরূপে পরিণত হলেও শিবসত্তা হল জগতের ভোক্তা। কালিদাস রচিত রঘুবংশ মহাকাব্যের সূচনায় বলা হয়েছে - এই শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব হল শব্দ ও অর্থের মতোই পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত। শিবতত্ত্বের অধিগতি বিনা শক্তিতত্ত্বকে স্বীকার করা সম্ভব নয়।^{১৪} সাধক কমলাকান্তের পদ এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখনীয় -

“কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না।

যদি জামাতা শঙ্করে পার রাখিবারে।

তবে তোমার গৌরী যাবে না।।”^{১৫}

শ্বেতাস্থেতরোপনিষদেও শিব-শক্তিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শিব ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনিই সমগ্র জগতকে ঈশিনী বা নিজ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সকল জীবের অন্তরে তিনি অবস্থিত এবং তিনিই এই জগতপ্রপঞ্চের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা ও সংহর্তা।^{১৬} শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অদ্বয়শক্তিতত্ত্বের উপদেশ প্রদানকালে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছেন -

“যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী, মা আদ্যাশক্তি! যখন নিষ্ক্রিয়, তাকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-এইসব কাজ করেন, তাকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্চে দুল্চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কি না - যিনি মহাকালের ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন। কালী সাকার, আকার, নিরাকার। ...যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।”^{১৭}

এখানে উল্লেখনীয় যে, সাধক কবি রামপ্রসাদ শিবশক্তিতত্ত্ব বা অধ্বন্যারীশ্বরতত্ত্বের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি দ্বারা পদ রচনা করেছেন -



“কে জানে গো কালী কেমন
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।।
কালী পদ্মবনে হংসবনে, হংসীরূপে করে রমণ।।
তাকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন!
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিদ্ধ তরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বন।।”^{২১}

শিবশক্তি বা অধ্বন্যরীশ্বররূপে যে অদ্বয়তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা হল একটি পূর্ণজ্ঞান। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের তত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানের পরই অভেদ বা অদ্বয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেমন - যেকোনো মণির জ্যোতি মণির সাথে একাত্ম হয়ে থাকে, দুধের মধ্যেই যেমন ধবলতা একীভূত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই পূর্ণজ্ঞান বা অভেদজ্ঞানের মধ্যেই মোক্ষ একীভূত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা যখন সম্মানিত এবং দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে শিশুদের আশীর্বাদ এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠান উদ্যাপনের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন অধ্বন্যরীশ্বরতত্ত্ব বা তৃতীয় লিঙ্গের যথাযথার্থ অনুসরণের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতাও সঠিক দিশায় চালিত হতে পারে। এই তত্ত্বের সারমর্ম হল নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রয়োজন; কারণ জগতের উদ্ভব ও অগ্রগতির জন্য উভয়েরই সমান অবদান হয়েছে। এছাড়া নারী ও পুরুষ - এই উভয়ের সংযোগের ফলে সৃষ্ট শরীর অর্থাৎ অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী বা না পুরুষ না নারী - এই প্রকার ভাবমূর্তি দ্বারা যদি জগতপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ও পরিচালনা হতে পারে তবে তৃতীয় লিঙ্গরূপ বা অধ্বন্যরীশ্বররূপ মানুষদেরও সাদরে গ্রহণ করার বিষয়ে বাধা থাকার কথা নয়। এছাড়া বর্তমান সময়ে অধ্বন্যরীশ্বর তত্ত্বটি একটি গভীর প্রতীক ও ঐক্যের বার্তা প্রদান করে। যে সমাজে লিঙ্গ বিষয়ে সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও বোঝাপড়া একটি অন্যতম বিষয় সেখানে এই তত্ত্বটি পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে এবং সমতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

Reference:

১. শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদ, ৫। ১০
২. বরাহপুরাণ, ১৪২। ৪৯-৫০
৩. সাকারাপি নিরাকার মায়া বহুরূপিনী।
ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কত্রী হত্রী চ পালিকা।।
অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমল্লোণ দীক্ষিতঃ।
যত্ ফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং তব সাধনাত্। - মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস, ৩৪-৩৫
৪. সাংখ্যকারিকা, ১৯
৫. যতশ্চৈতন্যকর্তৃত্বে ভিন্নাধিকরণে যুক্তিতঃ সিদ্ধে, তস্মাত্ ভ্রান্তিরিয়মিত্যর্থঃ। লিঙ্গং মহাদাদি সূক্ষ্মপর্যন্তং।
বক্ষ্যতি ভ্রান্তিবীজং। তত্ সংযোগস্তৎসন্নিধানম্...। সাংখ্যতত্ত্বকৌমপদী, ২০
৬. তন্ত্রালোক, ১। ২২
৭. তন্ত্রালোক, ১। ৬৭
৮. এবং পরমেশ্বরস্যপি ইচ্ছাদ্যবাস্তবশক্তিরূপতয়াবভাসমানাপি শক্তিদেবী তত্ত্বদ্বৈতদোহ্লাসে স্বপি
পরপ্রকাশভিন্নস্বভাবত্বাত্ দ্যোতমানাবভাসা স্বাতন্ত্র্যাখ্যেব ইতি...। তন্ত্রালোক জয়রথটীকা, ১। ৭২

৯. যতো ভাবস্য যস্য কস্যচন সতঃ পদার্থস্য স্বমেব রূপং ফলভেদাত্ ভেদারোপেণ শক্তিঃ ইতি প্রমাতৃভিঃ
পরিকল্প্যতে...। - তত্ত্বালোক, জয়রথটীকা, ১। ৬৯
১০. রামদুলাল নন্দী দেওয়ান, শাক্ত পদাবলী, ইচ্ছাময়ী মা, পদ-২৭৩
১১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : রামপ্রসাদ, শাক্ত পদাবলী, পদ-১৩২
১২. ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্তিনীম্।
ত্বদর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।। - কুমারসম্ভব, ২। ১৩
১৩. তদৈক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজত - ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৬। ২। ৩
ঐক্ষত লোকানসৃজা ইতি। স ইমাল্লোকানসৃজত - ঐতরেয়োপনিষদ, ১। ১। ১
১৪. মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪। ২৯
১৫. সম্পা. অটলানন্দ সরস্বতী, মোতিলাল বেনারসি দাস সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০২, পৃ. ২০
১৬. ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শাক্ত পদাবলী, আগমনী-প্রথম স্তবক
১৭. বাগর্থ্যবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।। - রঘুবংশ মহাকাব্যের সূচনাংশে
১৮. কমলাকান্ত, শাক্ত পদাবলী, বিজয়া, পদ-১৫
১৯. একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মু-
যইমাল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যজ্ঞনাংস্তিষ্ঠতি সধুকোপালকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।। - শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ, ৩। ২
২০. শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : ১ম ভাগ, ১২শ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ
২১. রামপ্রসাদ : শাক্ত পদাবলী, ব্রহ্মময়ী মা, পদ-২৯৯

Bibliography:

- ঈশাদি নৌ উপনিষদ, গীতা প্রেস, গোরখপুর, ১৮২১
- ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, সম্পা. রাকেশ শাস্ত্রী, পরিমল পাবলিকেশন্স সংস্কৃত গ্রন্থাগার, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৮
- কবিরত্ন, শ্যামচরণ, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩১৩
- কালিদাস, কুমারসম্ভব, সম্পা. রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ২০০৪
- গুপ্ত, অভিনব, তত্ত্বালোক, সম্পা. মুকুন্দরাম শাস্ত্রী ও মধুসূদন কাল শাস্ত্রী, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার (Under the patronage of Maharaja Hari Singh), ১৯১৮
- পদ্মপাদ, প্রপঞ্চসারতন্ত্র, সম্পা. অটলানন্দ সরস্বতী, মোতিলাল বেনারসি দাস, বারাণসী, পুনর্মুদ্রণ - ২০০২
- পাল, মহেশচন্দ্র, শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ, কলিকাতা, শকাব্দ-১৮৮২
- ব্যাসদেব, বরাহপুরাণ, সম্পা. হৃষীকেশ শাস্ত্রী, চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২য় সংস্করণ - ১৯৮২
- মিশ্র, বাচস্পতি, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সম্পা. গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর, চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরাঁজ অফিস, বারাণসী, ১৯৭১
- মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, শাক্তপদাবলী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৮
- রায়, অমরেন্দ্র নাথ, শাক্তপদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, নবম সংস্করণ - ১৯৬০
- <https://www.dictionary.com>third>
<https://devdutt.com>history-of-tr>
<https://www.wisdomlib.org>ardh>
<https://www.onindianpath.com>ar>